ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দীপাবলিতে মাধুরীর চুলে আগুন

পৃঃ ৫

এক ইনিংসে শচীনের চার রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৩ ● কলকাতা ● ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

### আমি আটকে আছি, মাকে বলিস না'!

## উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে দাদাকে কাতর আর্জি ভাইয়ের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কেটে গিয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ। এখনও উত্তরকাশীর নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা যায়নি। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। কীভাবে শ্রমিকদের উদ্ধার করা যায় তা নিয়ে নানান পরিকল্পনা হলেও এখনও আশার আলো দেখতে পাননি উদ্ধারকারীরা।কয়েক মুহূর্তের কথার মধ্যেই বিক্রমও ভাইকে চিন্তা না করার কথা বলেন। আর দাদার গলা শুনেই পুষ্কর বলে ওঠেন, 'আমি যে সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছি মাকে বলিস না। চিন্তা করবে।' কিন্তু পুষ্করের সুড়ঙ্গে আটকে থাকার কথা যে বাবা-মায়ের থেকে গোপন রাখা যায়নি। গ্রামবাসীদের অনেকে বিষয়টি জানতেই বাবা-মায়ের কানেও ছেলের খবর পৌঁছে গিয়েছে বলে জানান বিক্রম।

আটকে পড়া শ্রমিকদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ওয়াকি-টকির মাধ্যমে উদ্ধারকারীরা যোগাযোগ করছেন। টানেলের কাছে মোতায়েন রাখা হয়েছে একটি মেডিকেল টিম। তবুও

এরপর ৩ পাতায়

### পার্থ, অনুব্রত, জ্যোতিপ্রিয়র পর এবার জেলে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী!

## মমতার বন্ধুর দাবি ঘিরে তোলপাড়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্ফোরক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল । আম আদমি পার্টির এক জনসভা থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জেলে পাঠাতে চায় বিজেপি।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিততে বিজেপি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।এদিন নরেন্দ্র মোদীকেও তোপ দাগেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আরে মোদীজি একটু লজ্জা পান। এভাবে নির্বাচন জিতবেন আপনি? আমি চ্যালেঞ্জ করছি। বিজেপি একবার এই নেতাদের জেলে পাঠিয়ে দেখাক। গোটা দেশ থেকে বিজেপির পাতা সাফ হয়ে যাবে।'উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়াল নিজেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজরে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি সিবিআই বা ইডি কোনওদিন তলব করেনি। কিন্তু তাঁর ভাইপো তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিক মামলায় বারংবার তলব করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অনেক মন্ত্রী, দলের নেতা এখন জেলে।

এদিকে ঝাড়খণ্ডে খনি ইজারা দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার তলব পেয়েছিলেন সেখানরকার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। জমি নিয়ে রেলের চাকরি দেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে লালু প্রসাদ, তেজস্বী সহ গোটা পরিবারকেই পড়তে হয়েছে জেরার মুখে। এবার সেই তালিকায় নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসতে চলেছেন।

কেজরিওয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নতুন একটি স্কিম চালু করেছেন। যত আঞ্চলিক দলের নেতা আছে, তাঁদের ধরে

এরপর ৩ পাতায়

### আগামী মাসে কলকাতায়

## আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আগামী মাসে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর। আরএসএস ঘনিষ্ঠ ওই ধর্মীয় সংগঠনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের মহারাজদের নিয়ে শুক্রবার দিল্লি গিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।জানা গিয়েছে, ২৪ ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রিগেডে তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে গীতার প্রধান ৫টি অধ্যায় পাঠ করা হবে। অন্তত ১ লক্ষ সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে। ব্রিগেডে এই ধর্মীয় সমাবেশ গেরুয়া পন্থী সংগঠন অখিল ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ করলেও পিছনে পুরোপুরিভাবে রয়েছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। এদিকে, আয়োজক সংগঠনের দাবি, মোট ৩৬০০ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এই কর্মসূচিতে যোগ দেবে। ওইদিন ব্রিগেডে পুরীর শংকরাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী ও দ্বারকার শংকরাচার্য সদানন্দ সরস্বতীর উপস্থিত থাকার কথা।আগামী ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত ওই গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন।

মোদিকে আমন্ত্রণ জানাতে শুক্রবার সকালেই দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। ব্রিগেডের ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন অখিল ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের তরফে সন্ন্যাসীদের নিয়ে সুকান্ত দেখা করেন

এরপর ৩ পাতায়

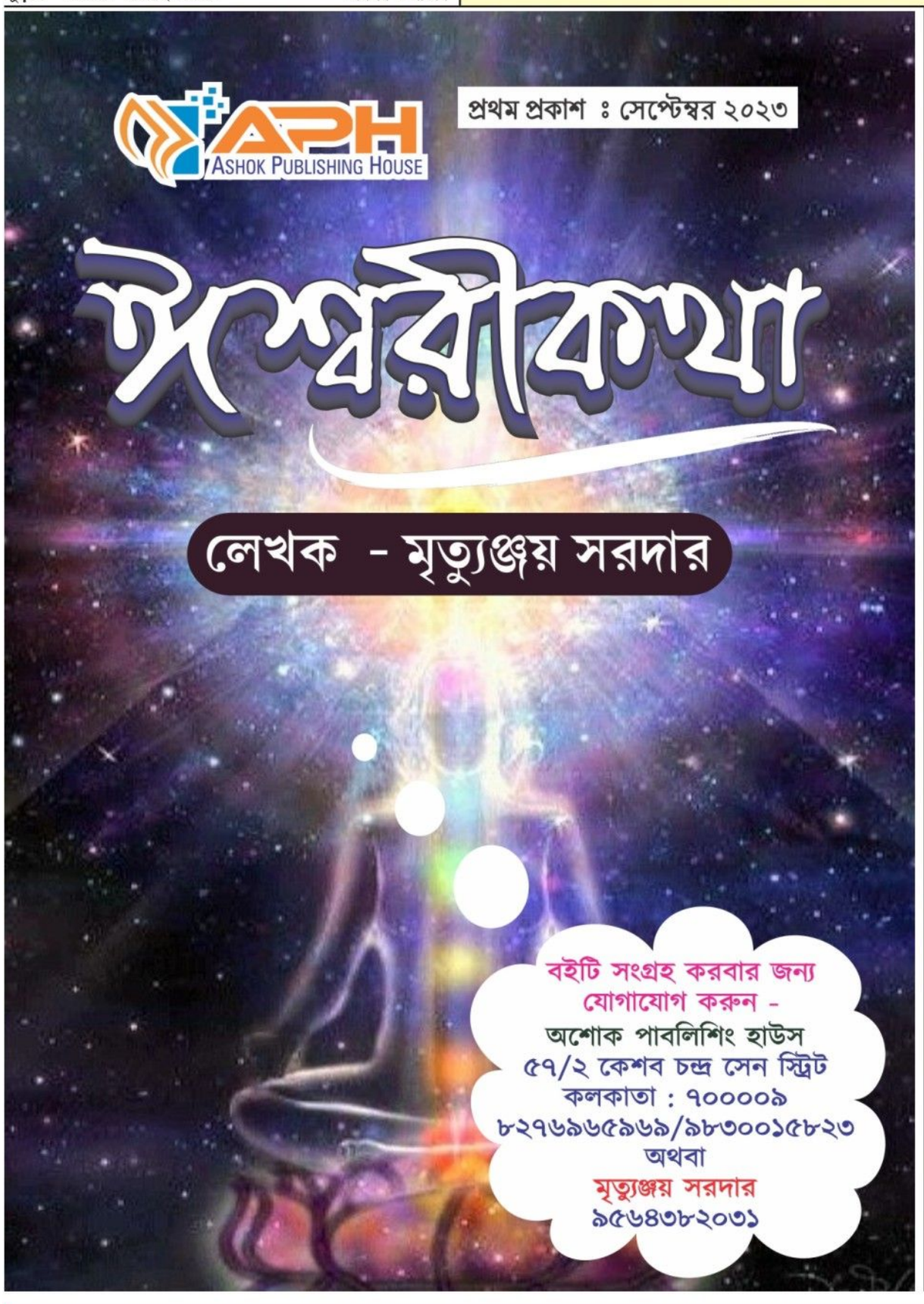


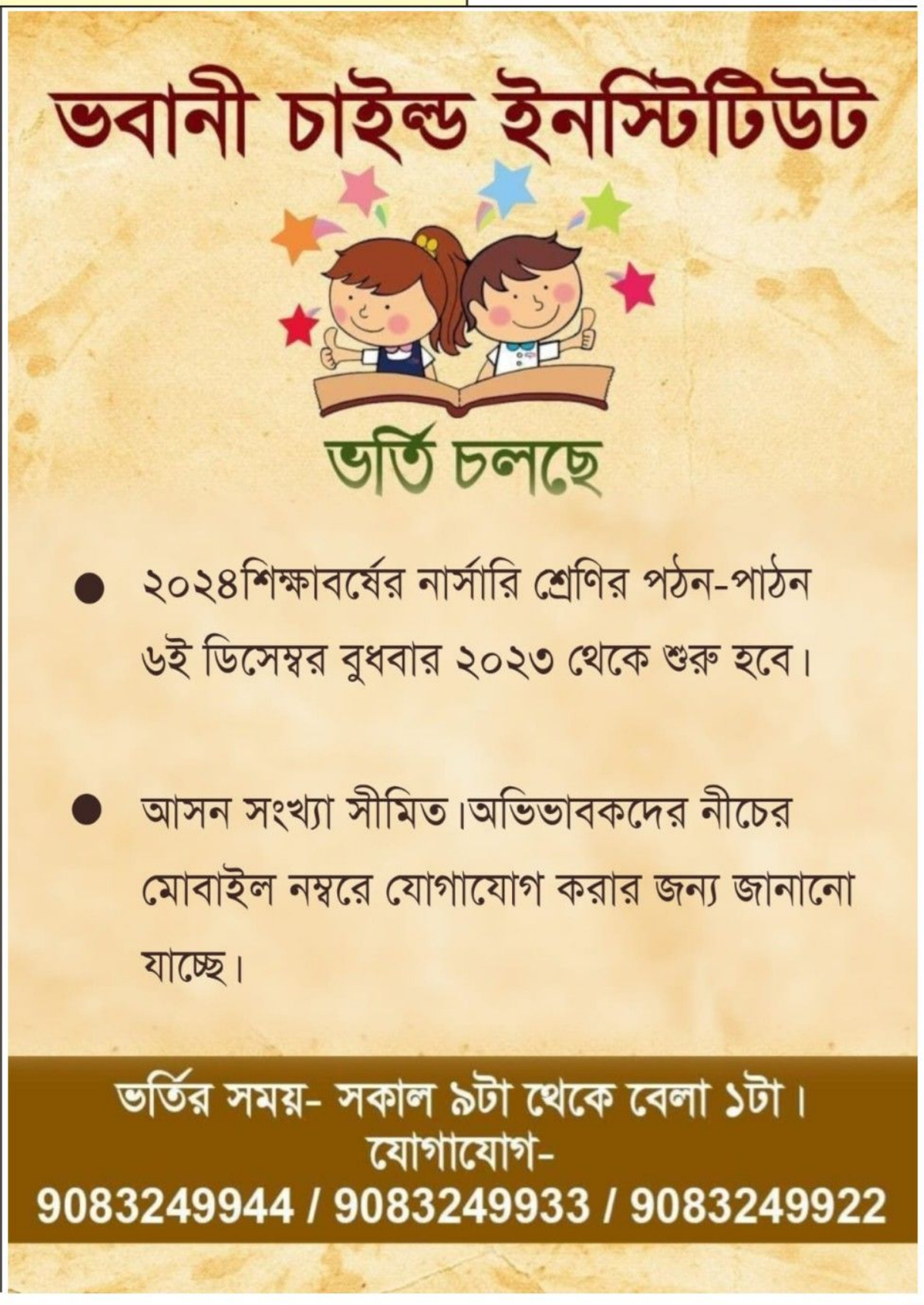

## নয়াগ্রাম অবৈধ টাকা

# সহ গ্রেফতার ১

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: স্টাফ রির্পোটার :** অবৈধ টাকা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নয়াগ্রাম থানার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নয়াগ্রামের ছোটো ধানশোলাতে পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় একটি চার চাকা গাড়িতে তল্লাশি চালায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশ।তল্লাশি চালাতেই মেলে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা । এরপর গাড়ি সহ ওই ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় নয়াগ্রাম থানায়। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে বৈধ না অবৈধ টাকা জানতে চাইলে ওই ব্যক্তি কোনো উত্তর না দেওয়ায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। শনিবার ওই ব্যক্তিকে ঝাড়্গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে ওই ব্যক্তির নাম সুজিত নায়েক। বয়স ৩০ বছর। বাড়ি উড়িষ্যা রাজ্যের বারিপাদা সদর থানার ইটামারুয়া গ্রামে।

## সন্তানকে দড়িতে ঝোলাতেও হাত কাঁপেনি!

# ঘরের দেওয়ালে লেখা তিনজনের নাম

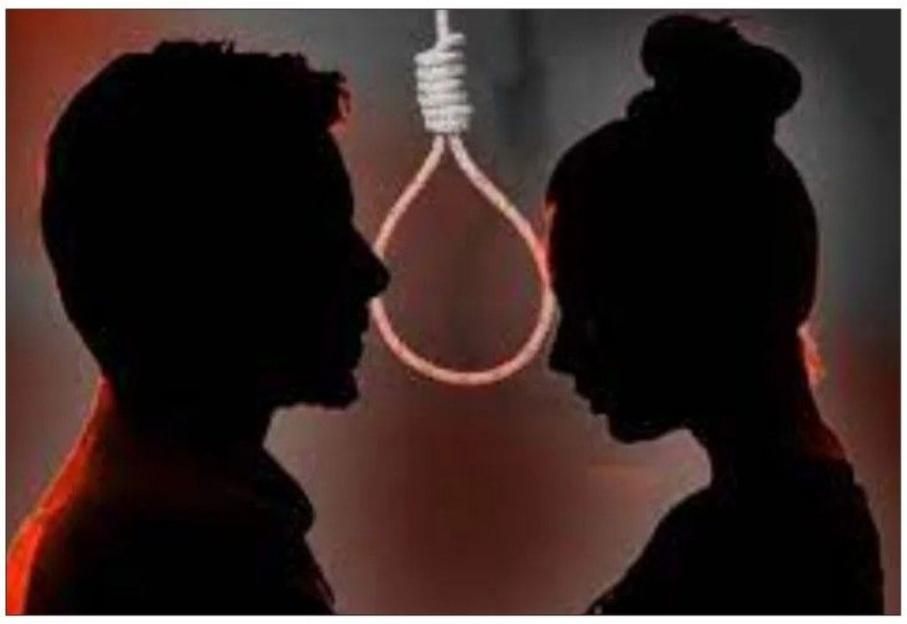

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাত থেকেই সজোরে টিভি-র শব্দ শোনা যাচ্ছিল ঘরের ভিতর থেকে। বার কয়েক ফোন করে আওয়াজ কমানোর কথা বলেছিলেন বাড়িওয়ালা, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। রাত কেটে সকাল হয়ে যাওয়ার পরও বাড়িওয়ালা শুনতে পান সেই একই শব্দ। ফোনের পর ফোন করতে থাকেন ভাড়াটিয়া পরিবারকে। কেউ ফোন না তোলায় তাঁরা সোজা চলে যান ভাড়াটিয়ার ঘরে।তাঁদের ঘরের দেওয়ালে লেখা হয়েছে তিনজনের নাম। তাঁদের জন্যই আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছে ওই দম্পতি। পুলিশ জানতে পেরেছে চিত্রলেখা আগে যে সংস্থায় কাজ করতেন, সেখানকার তিন কর্মীর নাম লেখা আছে। জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি অনেক দিন ধরে কর্মহীন ছিলেন। অভাবের তাড়নায় তারা এই পদক্ষেপ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের।

ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর ছুটে আসেন পাড়া প্রতিবেশীরা, ঘটনাস্থলে যায় পুলিশও। কারও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। দেখা যায় তিনজনের ঝুলন্ত দেহ। বাবা, মা ও চার বছরের মেয়ের দেহ দেখে চমকে যান প্রতিবেশীরা। হায়দরাবাদের ওয়ারাসিগুড়ার ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতরা হলেন কে সাই কৃষ্ণ, তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা ও ৪ বছরের সন্তান তেজস্বিনী।

## অজ্ঞতার কারণে বাল্য বিবাহ নারী পাচার ও

# বধূ নির্যাতন চলছে সুন্দরবন এলাকায়

**সমতুল নস্কর :-কুলতলী, সুন্দরবন : নিউজ সারাদিন :** বহুদিন ধরে দেখছি দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনার নদীমাতৃক গ্রামগুলিতে, অবাধে চলছে বাল্য বিবাহ বধূ নির্যাতন পাচারের মত ঘটনা বেড়েই চলেছে।

বহু সমাজসেবী সংস্থা এসব প্রতিরোধ করার জন্য

বহু সচেতনতা শিবির করেছেন, বহু বিয়ে পুলিশ দিয়ে বন্ধ করিয়েছেন, কিন্তু ফল শুন্য অনেক অভিভাবক পুলিশের সামনে বর তুলে দিলেও অন্যএ গিয়ে পুনরায় সেই ছেলে মেয়ে কে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠাচ্ছেন।

আবার সরকারী আইন কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছু অভিভাবক সাইবার কাফে গিয়ে আঁধার কার্ডে ভুয়ো ভাবে বয়স বাড়ীয়ে প্রসাশনকে ধোঁকা দিয়ে অপাপ্ত মেয়ে কে প্রাপ্ত দেখিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন । তাকে সহযোগিতা করছেন এলাকার কিছু নেতা ভোট পাওয়ার জন্য।অপর দিকে এক্ষেণীর মানুষ প্রলোভন দেখিয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে ,বিয়ের লোভ দেখিয়ে ,মেয়ে পাচার করে । তার বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে। গ্রামে ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের ,সজাগ থাকতে পাচারকারীদের খপ্পরে না পড়ার জন্য কাঁটামারী বালক সংঘ বহু স্কুলে ও গ্রামে ,কিশোরী, বালিকা, অভিভাবক দের নিয়ে বহু সচেতনতা শিবির করেছেন।মেয়ের বাবারা সব শুনছে বধূ নিযাতন দেখছে, তবুও অজ্ঞতার কারনে ,একি ভাবে জেনে বুঝে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ের নামে বলি দিয়ে চলেছেন।

## মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারে বিয়ের সানাই,

# ঘরে আসছে পাহাড়কন্যা

**দার্জিলিং: নিউজ সারাদিন :** ধর্ম, জাতি যাই হোক, বাংলার মাটিতে সকলেই জলহাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। সে বিহার-ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা জঙ্গলমহলই হোক কিংবা ভুটান, নেপাল সীমান্তের দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা - সকলেই বঙ্গসন্তান। আর বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মিলমিশ এখানকার বৈশিষ্ট্য। সেই ঐতিহ্যেই ভিন ধর্ম বা ভিন জাতের পরিবারগুলির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয় খুব সহজে।মাতৃহারা দীক্ষার বাবা সুরেন ছেত্রী কার্শিয়াং পুরসভার ক্লার্ক। ডাক্তার মেয়ের জন্য ডাক্তার পাত্র এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বউমা হওয়ায় খুশি তিনি। এখন শুধু চার হাত এক হওয়ার অপেক্ষায়। বিয়ের পর দীক্ষা-আবেশ কলকাতাতেই থাকবেন বলে পরিবার সূত্রে খবর।

আর এ বিষয়ে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।যেমন এবার মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য হয়ে আসতে চলেছেন এক পাহাড়ি বধূ। বিয়ের সানাই বাজল 'বলে।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আবেশ। তিনি পেশায় ডাক্তার । যাদবপুরের কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এখন চিকিতসক। কলেজে পড়ার সময়েই আবেশের আলাপ সহকর্মী দীক্ষা ছেত্রীর সঙ্গে। কার্শিয়ংয়ের মেয়ে দীক্ষা। আবেশ-দীক্ষার বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে গড়ায় প্রেমে। আর এবার প্রণয় বদলে যেতে চলেছে দাম্পত্যে। চার হাত এক হতে চলেছে আগামী মাসেই। সূত্রের খবর, কার্শিয়ংয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে বসছে বিয়ের আসর।

শোনা যাচ্ছে, আগামী ৭ ডিসেম্বর আবেশ-দীক্ষার বাগদান অনুষ্ঠান। ওইদিনই বরযাত্রী নিয়ে কার্শিয়ং যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে মার্চের গোড়ায় দার্জিলিং সফরে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের পরিবারের একজনকে বিয়ে দিচ্ছি। পাহাড়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওকে বাড়ির বউমা করে নিয়ে যাব। আপনাদের বাড়ি এখন আমারও বাড়ি।' তবে তার আগে ৫ কিংবা ৬ ডিসেম্বরও পাহাড়ে পৌঁছে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়ির ছেলের বিয়ে বলে কথা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাহাড়ি মেয়েকে ঘরের বউমা করে আনছেন তিনি। ওই একই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকও রয়েছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় যাত্রা নিশ্চিত। মকাইবাড়ি টি এস্টেটের ম্যানেজারের বাংলোয় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর। ৬ তারিখ বাগদানের পর ১৬ তারিখ কার্শিয়ংয়ের পাঁচতারা হোটেলে রিসেপশন আবেশ-দীক্ষার।

## কয়েক কোটি টাকা প্রতারণার

# আন্তর্জাতিক চক্রের পর্দাফাঁস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কল সেন্টারের আড়ালে কম্পিউটার হ্যাক করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছিল কয়েকজন যুবক বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্ত করে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের হদিশ মেলে। তারপর সেই অভিযোগের জেরে দেরাদুন থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ।আর কী জানা যাচ্ছে? গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন অফিসাররা দেরাদুনে যান। সেখানের একটি বিলাসবহুল হোটেল থেকে ৬জনকে পাকড়াও করে এবং ব্যারাকপুর নিয়ে আসা হয়। এদের সঙ্গে আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে সেটা জানতে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে জানান, তিনদিন আগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে হানা দেওয়া হয়। মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিদেশের প্রবীণ নাগরিকদের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের কম্পিউটার সফটওয়্যার হ্যাক করে অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করেছে তারা। চার বছর ধরে ধৃতরা খড়দা থেকে এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক এই প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করে বড় সাফল্য মিলেছে। আজ, শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে গোটা অপারেশনের কথা জানালেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে। প্রবীণ নাগরিকদের ছক করে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা সাফাই করে তারা। এই সাইবার জালিয়াতির পর্দাফাঁস করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। ধৃতদের শনিবার আদালতে পেশ করা হয়।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৮ অক্টোবর খড়দা থানার পুলিশ একটি অবৈধ কল সেন্টারে হানা দেয়। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি পুলিশ হাতে পেয়ে বুঝতে পারে এই প্রতারণার জাল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এখান থেকে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই তথ্যপ্রমাণের গুরুত্ব অনুযায়ী মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগকে। পুলিশ তদন্তে নেমে আরও তথ্য পায় যে, কলসেন্টারের আড়ালে আমেরিকা এবং কানাডার বহু মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা সাফাই করা হয়েছে। আর এই প্রতারণার কাজ করে মূল অভিযুক্তরা চম্পট দিয়েছে।অন্যদিকে তদন্তে নেমে ২৫ অক্টোবর ব্যারাকপুরের গোয়েন্দা বিভাগ আরও একজনকে গ্রেফতার করে। তারপর প্রত্যেককে জেরা করে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের হদিশ পায়। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বাকি অপারেশনটি করা হয় বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে। আজ, শনিবার ধৃতদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশ এদের আরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে সূত্রের খবর। আসলে নেপথ্যে আরও কেউ আছে কিনা তা দেখতে চাইছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

## চৈতন্য ভূমি ইদ্রাকপুর গ্রাম ও গঞ্জডাঙ্গা গ্রামে

# কার্তিক পুজোয় মেতে উঠেছে গ্রামবাসী

**অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন :** শ্রীমান মহাপ্রভুর জন্মভূমি নবদ্বীপ ধাম। এই নবদ্বীপ ধামে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। কার্তিক মাস দামোদর মাস, এই মাসকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ সহ পার্শ্ববর্তী সমস্ত ঠাকুরবাড়িতেই নিয়ম সেবার মাস হিসেবে পালন করা হয়। ভোর বেলায় শুরু হয়ে যায় নাম সংকীর্তন। এই মাসেই কালিপুজো, গোবর্ধন উৎসব (অন্যকুট) ভাইফোঁটা, তারপরেই কার্তিক পুজো। এই কার্তিক পুজো শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে চলবে রবিবার সোমবার পর্যন্ত। ঠিক আর এক সপ্তাহ পরে নবদ্বীপের রাস উৎসব।

কার্তিক মাসের শেষের দিন হয় কার্তিক পুজো। পুজোর একদিন আগে থেকে এবং পূজোর পরে আরো দুদিন চলে এই পুজোর অনুষ্ঠান। আজ শনিবার কোথাও কার্তিক লড়াই (বিসর্জনের প্রসেশন) আবার দুদিন পরেও করে অনেকে বারোয়ারি।

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ব্লকের বামন পুকুর ২নম্বর পঞ্চায়েতে অবস্থিত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নদী দিয়ে ঘেরা গ্রাম ইদ্রাক পুর এবং পূর্ব পাড়ে গঞ্জডাঙ্গা গ্রাম। কার্তিক পূজার দিন দুটি গ্রামে গ্রামবাসী তো বটেই বৃহত্তর নবদ্বীপের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই দুটি গ্রাম। নবদ্বীপ শহরে যেমন রাসের আগের দিন থেকেই মন্ডপে মণ্ডপে আলোকসজ্জা মাইক বাদ্য বেজে ওঠে এখানেও ঠিক কোন বিষয়ে কম নেই।

রাসে যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা হয় কার্তিক পূজায় শুধু কার্তিক নয় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। কোথাও অন্নপূর্ণা,গনেশ জননী, যুগল মিলন, শিব পার্বতী,সতীর দেহত্যাগ,রণচন্ডী, পার্থসারথি র পূজা হয়। স্থানীয় প্রশাসন জানায় বারোয়ারি গুলোকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক করা হয়েছে।এবছর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রতিমা ও মন্ডপ এর ওপর পুরস্কার দেওয়া হবে। তাতে বারোয়ারি গুলো খুবই আনন্দিত। এলাকার গ্রামবাসীরা বলেন এই গ্রামের পুজো দেখতে শুধু দুই গ্রামের মানুষ নয় বহু দূর দুরান্ত থেকেও আসেন কার্তিক পূজা দেখতে। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই অতিথি আসে, দুদিন ব্যাপি চলে বিভিন্ন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন কোথাও খাসির মাংস পাঁঠার মাংস ভেড়ার মাংস পর্যন্ত হয়। এবছর পূজোর একদিন বাড়ানো হয়েছে গ্রামে যারা বাইরে চাকরি করে তারা ঐ পুজো উপলক্ষে ছুটি নিয়ে চলে আসে । চৈতন্য ভূমি ইদ্রাকপুর গ্রাম ও গঞ্জডাঙ্গা গ্রাম কার্তিক পূজা উপলক্ষে আলোয় সেজে উঠেছে। এই বছর ইদ্রাকপুর গ্রামে ২১ টি ও গঞ্জডাঙ্গায় ১৪ টি কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরই দুটি একটি করে প্রতিটি এলাকায় নতুন পূজার আয়োজন করে বাড়োয়ারীরা।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

# আমি আটকে আছি, মাকে বলিস না'! উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে দাদাকে কাতর আর্জি ভাইয়ের

শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধার না করা পর্যন্ত চিন্তা কমছে না। শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত জোগান দেওয়া হচ্ছে জল, খাবার ও অক্সিজেন। কিন্তু তাও যতই সময় এগোচ্ছে ততই বাড়ছে উদ্বেগ। বাড়ির লোক আটকে রয়েছেন জানতে পেরে যে চোখের পাতা এক করতে পারছেন না অসংখ্য পরিবার। ৪০ জনের সেই দলে রয়েছেন উত্তরাখণ্ডের চম্পাবত জেলার ছানি গোথ গ্রামের বাসিন্দা পুষ্কর। বছর পঁচিশের ওই যুবকের দাদা বিক্রমও নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত। বাড়িতে রয়েছেন তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মা। সুড়ঙ্গ ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে বাবা-মাকে কিছু না জানিয়েই উত্তরকাশীতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিলেন বিক্রম। দিনরাত ভাই কেমন আছে তা জানতেই উদ্বেগে দিন কাটছে তাঁর। এক সংবাদমাধ্যমকে বিক্রম জানিয়েছেন, ঘটনার ছয় দিনের মাথায় অর্থাত শুক্রবার ভাইয়ের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। বিক্রম বলেন, "ওর গলা শুনে মনে হচ্ছিল খুব ক্লান্ত, আতঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু আমাকে বার বার আশ্বাস দেওয়ার জন্য বলেছে যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ভাই একা নয়, ওর সঙ্গে আরও অনেকে আছে।'

১-ম পাতার পর

# পার্থ, অনুব্রত, জ্যোতিপ্রিয়র পর এবার জেলে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী! মমতার বন্ধুর দাবি ঘিরে তোলপাড়

জেলে ভরে দিতে চাইছেন তিনি। আঞ্চলিক দলের নেতারা যদি জেলে যান, তাহলে সেই দলগুলির হয়ে প্রচার করার কেউ থাকবে না। আর সেখানে বিজেপি একছত্র ভাবে জয়লাভ করবে নির্বাচনে। ওরা আমাকে তো জেলে পাঠানোর পরিকল্পনা করেই ফেলেছে। বাকিদের নিয়েও এই পরিকল্পনা করছে বিজেপি।'

১-ম পাতার পর

# আগামী মাসে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। দেখা করার পর সুকান্ত জানান, 'সন্ন্যাসীরা এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে। সেই টিমে আমিও ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন ব্রিগেডে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গীতাপাঠ হবে। ইতিমধ্যে ওইদিন উপস্থিত থাকার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ফেলেছেন।"

২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সাংসদ, বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও সুকান্ত জানিয়েছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, চব্বিশের লোকসভা ভোটের আগে পদ্মশিবির হিন্দুত্ববাদী আবহ তৈরি করে নিজেদের পালে হাওয়া তোলার কৌশল নিয়েছে। বিজেপির এই ধরনের ধর্মীয় রানীতির সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "যাদের হাতে উন্নয়ন নেই, তারা এই ধর্মের রাজনীতি করবে। আর গীতা বিক্রির দায়িত্ব বিজেপিকে দেয়নি। গীতা আমরাও পড়ি। গীতা নিয়ে রাজনীতি ব্যর্থ হবে। যাদের রুটি-কাপড় দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তারা এসব করছেন।"

# মোদি, শাহ সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি পিএম!

## ফাইনালের অতিথি তালিকায় আর কারা আছেন?

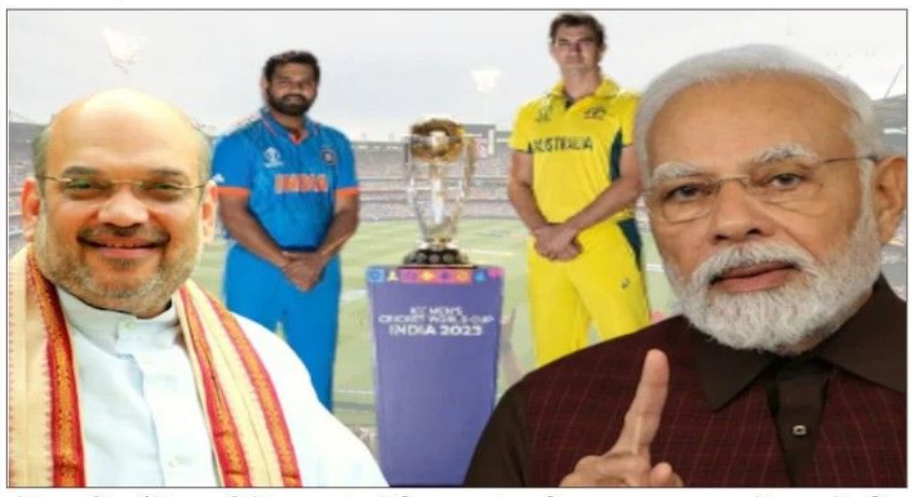



**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রবিবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে ভারতে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রী রিচার্ড মারলেস। স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। এর বাইরেও অতিথি তালিকায় বিরাট চমক রয়েছে। ভারত এবং বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও খেলা দেখতে আসতে পারেন।বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম ইনিংসের পরে ড্রিঙ্কস ব্রেক চলাকালীন আদিত্য গাদভীকে পারফর্ম করতে দেখা যাবে। প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর আধঘণ্টার বিরতিতে সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তী, জোনিতা গান্ধী, নাকাশ আজিজ, অমিত মিশ্র, আকাশ সিং এবং তুষার জোশী পারফর্ম করবেন। এর পাশাপাশি বলিউডের বিভিন্ন তারকাও হাজির থাকতে পারেন ম্যাচ দেখতে।বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি ভারতে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূতও উপস্থিত থাকতে পারেন এই খেলা দেখতে।

ভিভিআইপি অতিথি তালিকায় রয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, অনুরাগ ঠাকুর, সিঙ্গাপুরের এইচএম, আরবিআই গভর্নর, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত, নীতা আম্বানি, সুপ্রিম কোর্ট এবং গুজরাটের হাইকোর্টের বিচারপতিরা, ভারতে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রদূত, গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী, তামিলনাড়ুর মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি এবং লক্ষ্মী মিত্তল। ম্যাচ ঘিরে আহমেদাবাদে কড়া নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের জেরে আহমেদাবাদে বিপুল ভিড় বেড়েছে। বিভিন্ন হোটেলে ভাড়া অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ফ্লাইটের ভাড়াও। দিল্লি এবং মুম্বাই থেকে আহমেদাবাদগামী ফ্লাইটের টিকিট যদি এতোদিন শেষ মুহূর্তে বুক করা হত, তাহলেও ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায় পাওয়া যেত। কিন্তু এখন বিভিন্ন অনলাইন ট্রাভেল পোর্টাল অনুসারে, ১৮ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত, এই বিমান ভাড়া ৩০০ শতাংশ বেড়েছে। এখন ভাড়া ৩১ হাজার থেকে ৪৩ হাজার টাকার মধ্যে।

# বঞ্চিতদের নিয়ে মহাসমাবেশের প্রস্তুতি বিজেপির, আসতে পারেন অমিত শাহ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কলকাতা চলো'। এই স্লোগানকে সামনে রেখে বঞ্চিতদের নিয়ে ধর্মতলার সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বঙ্গ বিজেপি। সমাবেশকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় দেওয়াল লিখন সহ নানাভাবে প্রচারে জেলা নেতৃত্ব।সূত্রের খবর, কল সেন্টারের জন্য আলাদা কর্মী নিয়োগ করা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই কল সেন্টারের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনসংযোগে জোর দিতে চাইছে বিজেপি, তেমনই চাইছে সরকারি প্রকল্পগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনোভাব বুঝে নিতে। যাতে, কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে কেউ বঞ্চিত থাকলে তাঁর কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছনোর চেষ্টা করা যায়। পাশাপাশি, রাজ্যের প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো যায়।২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিতদের নিয়ে সমাবেশ। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্যান্য পদ্ম নেতৃত্বের থাকার কথা। বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। চব্বিশের আগে এবার পাল্টা বঞ্চনার অভিযোগে শান বিজেপির। আগামী ২৯ নভেম্বর তাদের সমাবেশ। সেখানে এক লক্ষের জমায়েতের টার্গেট বঙ্গ বিজেপির।বঙ্গ রাজনীতিতে শাসক দলের তোলা কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগের পাল্টা বিজেপির হাতিয়ার বঞ্চনা আর দুর্নীতি ইস্যু।

ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে আবাস সহ নানান কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিতদের তালিকা তৈরি শুরু হয়েছে। তাদেরকে নিয়েই কলকাতায় সমাবেশ করার পথে বঙ্গ পদ্ম শিবির। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ধর্মতলার সমাবেশে অমিত শাহের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের স্বজন পোষণ, দুর্নীতির কারনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এ রাজ্যের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লিতে ধরনা দিয়েছে তৃণমূল। ধরনায় বসেছে রাজ ভবনের সামনেও। বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তাকে পাখির চোখ করেই এবার পাল্টা পথে নামছে গেরুয়া শিবির।

পদ্ম শিবিরের দাবি, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক রং দেখে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে । এর জেরে কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বাংলার অনেকেই। তাঁদের নিয়েই ২৯ নভেম্বর, বুধবার, ধর্মতলায় বিজেপির সমাবেশ।

শুধু পথে নামাই নয়, চব্বিশের লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে, প্রযুক্তিকেও কাজে লাগাতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্যজুড়ে ৫টি কল সেন্টার তৈরি করতে চলেছে বিজেপি। এই সব কল সেন্টারে কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে অভাব-অভিযোগও জানানো যাবে। চাইলে মিলবে কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যও। রাজ্যের প্রকল্প নিয়ে অভাব অভিযোগ থাকলেও জানানো যাবে বিজেপির এই পাঁচ কল সেন্টারে।

# দু'দেশের মন্ত্রক পর্যায়ের বৈঠকগুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সম্ভাবনা

**নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :** অস্ট্রেলিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ রিচার্ড মারলেস এ মাসের ১৯ ও ২০ তারিখে ভারত সফর করবেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় ভারত অস্ট্রেলিয়া ২+২ মন্ত্রক পর্যায়ের আলোচনা বৈঠকে তিনি সভাপতিত্বও করবেন। দুই প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠক আয়োজিত হচ্ছে আগামী ২০ নভেম্বর।

পরবর্তী পর্যায়ে ২+২ আলোচনা বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে নেতৃত্ব দেবেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এর আগে দু'দেশের মন্ত্রক পর্যায়ের প্রারম্ভিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নয়াদিল্লিতে সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া উভয়েই এক কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে বরাবরই অটুট রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে মিঃ মারলেসের ভারত সফর দু'দেশের সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তোলার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আসন্ন বৈঠকগুলিতে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা স্থান পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত সফরকালে মিঃ মারলেস আগামী ১৯ নভেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলাটিও উপভোগ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর সফরসূচির মধ্যে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার ০২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় মৃত যুবকের দেহ পরিবারকে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় মৃত যুবকের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, পুলিশি নিরাপত্তায় যুবকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় করা একটি ফেসবুক লাইভের দৃশ্যে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে রয়েছে থানার একটি ঘরের মেঝেতে। তাঁর দু'চোখ খোলা। দেহ নিথর। আত্মীয়স্বজনদের চিতকার-চেঁচামেচির জবাবে কোনও কথা বলছেন না থানায় উপস্থিত কর্মীরা। পরে অবশ্য তাঁদের দেখা যায় কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওই যুবকের দেহটিকে সেখান থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে। যদিও ওই ফেসবুক লাইভের সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন।আদালতের নির্দেশে মরদেহ এসএসকেএম হাসপাতালে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, পরিবার দেহ চাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তা দিতে রাজি হয়নি। এর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হয় মৃতের পরিবার।মৃত অশোককুমার সিংহের দেহ দিতে চাইছে না পুলিশ, এই মর্মে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে হাই কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে শনিবার এ সংক্রান্ত মামলাটি ওঠে। মামলাকারীর যুক্তি, যে হেতু দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের প্রয়োজনীয়তা নেই, তাই পরিবার চাইছে দেহ নিয়ে নিতে। কিন্তু পুলিশ দিতে রাজি নয়। পুলিশ জানিয়েছিল, আদালতের নির্দেশ ছাড়া তারা দেহ দেবে না।উচ্চ আদালতের নির্দেশ, এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে অশোকের দেহ পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেবে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে পুলিশ। দেহ যাবে সরকারি গাড়িতেই। বিচারপতি জানান, শেষকৃত্যের জন্য ওই দেহ বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাবে পুলিশই। তাদের নিরাপত্তাতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। পথে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তাই এই নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় রহস্যজনক ভাবে অশোকের মৃত্যু নিয়ে হাই কোর্টে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী বৃহস্পতিবার সেই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

উচ্চ আদালতের নির্দেশ, এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে অশোকের দেহ পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেবে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে পুলিশ। দেহ যাবে সরকারি গাড়িতেই। বিচারপতি জানান, শেষকৃত্যের জন্য ওই দেহ বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাবে পুলিশই। তাদের নিরাপত্তাতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। পথে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তাই এই নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় রহস্যজনক ভাবে অশোকের মৃত্যু নিয়ে হাই কোর্টে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী বৃহস্পতিবার সেই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

গত বুধবার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ডেকে পাঠিয়ে অশোককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তোলে তাঁর পরিবার। এই ঘটনার জেরে বুধবার সন্ধ্যায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় কলেজ স্ট্রিট। পরিবারের দাবি, চুরির মোবাইল কেনার অভিযোগে যুবককে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মারধরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানান বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। একই সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবিও তোলেন তিনি।

সূত্রের খবর, পানের দোকানের মালিক অশোককে চুরি যাওয়া মোবাইল বেআইনি ভাবে কেনার অভিযোগে তলব করা হয়েছিল থানায়। সেখানে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়, খুন তো দূরের কথা, ওই ব্যক্তিকে মারধরই করা হয়নি। তিনি নিজেই থানায় অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। তাতেই মাথা ফেটে যায় তাঁর, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে আসে। 'অসুস্থ' ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

## বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

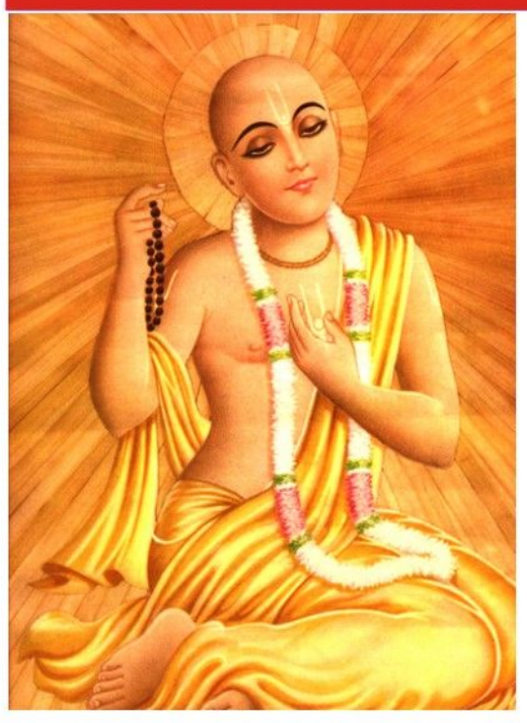

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

'রাজ্যভার' কথাটির অর্থ অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় করেছেন 'সমগ্র রাজ্যের ভার' (Medieval Vaishnavism in Orissa, Pg. 173) এবং বলেছেন মাদলা পাঞ্জীর এ তথ্য অনৈতিহাসিক। এ বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, যাতে দেখা যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কলিঙ্গ প্রদেশ বা রাজ্যের ভার দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাধরকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সৃষ্টির অনন্তকাল হইতে মানুষ একাধিকবার পরিস্থিতির উপরে শিকার হয়ে পড়ে,সবকিছু বাধার অতিক্রম করেও মানুষ তার লক্ষ্যভেদে পৌঁছায় একটা সময়।চিরন্তন সত্য কথাগুলো আজ যেন কেমন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে,শত বেদনা ও অসহায় যন্ত্রণা সমাজের কুসংস্কার ব্যাধি অপপ্রচার হাত থেকে বের করে নিয়েছিলাম নিজেকে। মিথ্যাচারী ভাওতাবাজ সমাজের বিশিষ্ট দের কথা ছোটবেলা থেকে বিরোধিতা করতাম। ছোট থেকেই সবকিছু জানার ইচ্ছাছিল প্রবল, সত্যটাকে খুঁজে বের করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলেছি।চলার পথে বহু আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ছিলাম,আমার জ্যাঠামশাই এর ছোটবেলার বন্ধু স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তিনিও ছিলেন আদিবাসী। ছোট বেলায় থেকে তার সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি সোনারপুর বসবাস করতেন একাধিকবার রাত্রে তাঁর বাড়িতে আমার নিশিযাপন হয়েছিল।স্বপন সরদার এর নামের পদবী ছিল সরদার আমার নামের পদবী ছিল সরদার।উনার সংস্পর্শে আসার পর আমি পড়াশুনার মাঝে আদিবাসীদের কে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম বাংলা সহ বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে। একপ্রকার সুন্দরবনের আদিবাসীদের কে নিয়ে গবেষণা করে চলেছি, আর সেই সূত্র ধরেই বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিকবার পা দিয়েছে সেই কারণেই।অজয় নদ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম দুমকা জেলায়।ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। তবে নাম যেহেতু সাঁওতাল পরগনা, তাই সাঁওতালদের নিয়ে কিছু বলা যাক,আর যেন এসব ইতিহাস আমার কাছে অজানা হতে চলেছে। সাঁওতাল আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন একলব্য, যাঁকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দ্রোনাচার্য তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল গুরুদক্ষিণা হিসাবে চেয়েছিলেন। তাই জানেন কিনা জানিনা, আজকেও সাঁওতালরা তীর ছোড়ার সময় বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। অবশ্য এরকম অন্যায় কাজের উদাহরণ তো আমাদের দেশে ভুরি ভুরি ঘটেছে- শত শত একলব্য, শম্বুকদের কথা আর কেই বা মনে রাখে !সাঁওতালরা কিসকু, মুর্মু, হাঁসদা, সরেন, টুডু,মানডি, বাস্কে এই সাতটি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত।তবে সুন্দর বনের আদিবাসীরা সাঁওতালরা তারা সাঁওতাল ভাষাভাষী নয়, তারা সাদরি ভাষার আদিবাসী, এই সাদরি ভাষায় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছিলেন আদিবাসীর সাদরি সুষার এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন স্বপন সরদার। বলাই তীরখী সাদরি ভাষার অক্ষর তৈরি করেছিলেন আদিবাসীদের। তবে এসব কথা আমার বলার বিষয়বস্তু নয় আদিবাসীদের দেবতা প্রসঙ্গে লেখার বিষয়বস্তু আজ।সাঁওতাল নামে এঁদের পরিচিতি পরে হয়েছে, আদিতে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, মাহালি সবাই এরা পরিচিত ছিল খেরওয়াল গোষ্ঠী হিসাবে। পরে অনেক ছোট ছোট গোষ্ঠী খেরওয়াল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলে, অনেকে হিন্দুও হয়ে যান। কেউ কেউ মুসলমান ও হয়ে যান, যেমন দুমকা পাহাড়ের সাঁওতাল জাদুপটিয়া পটচিত্র শিল্পীরা।শুধু ঝাড় খণ্ডের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সাঁওতাল ছাড়াও ঝাড়খণ্ডে সর্বমোট ৩২ টি জন জাতির বাস। এদের মধ্যে পুরোপুরি কৃষিজীবী জন জাতি হচ্ছে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো,ওঁরাও , খারিয়া, ভূমিজ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বিরহর, পাহাড়ি খারিয়া ইত্যাদি জাতির আদিতে শিকার করাই ছিল মুখ্য জীবিকা। শিল্প এবং দৈনন্দিন ব্যাবহারের সামগ্রী তৈরি করত মালহার, লোহার, কারমালি, অসুর ইত্যাদি জনজাতি। পাহাড়িয়া জনজাতির লোকেরা ঘুরে ঘুরে কৃষিকাজ করতেন। এসেছি সিধে দুমকার এক পাহাড়তলীতে। ঘন কালচে সবুজে মোরা দুমকা পাহাড়ের কোলে বাবা চুটোনাথ মন্দিরে। ছমছম করা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নামছি মন্দির দর্শনে। এই মন্দির আদিতে ছিল কেবলমাত্র আদিবাসীদের পুজো স্থল, যেখানে শিবলিঙ্গের মতনই দেখতে একটি শিলা পূজিত হয়। লোকমুখে প্রচলিত যে একদা নাকি এখানে নরবলিও হত। তবে হয়তো এসবই গল্প কথা, ভয় জাগানোর জন্য। কিম্বা অনার্য সরল মানুষ গুলির বদনাম করার জন্য, শহুরে মানুষদের রটনা। সে যাই হোক, এই দেবতার থানের অপার মহিমায় বাঙালি, বিহারী, আদিবাসী সবাই বিশ্বাসী। তাই পরে চুটোনাথ থানের আদি শিলাপুজোর স্থলের একদম পাশেই একটি নতুন মন্দির ও দুধ সাদা শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়, নাম দেওয়া হয় চুটোনাথ শিবমন্দির । এছাড়াও এক বৃহৎ বাঁধানো পুষ্করণীও নির্মিত হয়। মন্দিরের গোড়ায় এক কিশোরী পুজোর ডালি বিক্রি করছে।শিবমন্দিরটি এবং দুধসাদা শিবলিঙ্গ দেখে মন ভরে গেল।এখানের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে চুটোনাথ শিবমন্দির দর্শন করে শেষে আদিবাসীদের পূজিত চুটোনাথ বাবার পুজোর থানে পুজো দিতে হবে। আদিবাসী পুরোহিতের নাম প্রকাশ পুচর। এরা সবাই প্রায় ঝাড়খণ্ডের পাহাড়িয়া উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ, সাঁওতাল নয়। আসলে ঝাড়খণ্ডের অধিকাংশ জনজাতির মতই সাঁওতালরা প্রকৃতির উপাসক, মূর্তি পুজো করেনা। জানেন কি জানিনা- ঝাড়খন্ড শুধু নয়, সারা ভারতের অধিকাংশ আদিম জনজাতি কিন্তু মা দুর্গার একেবারে বিপক্ষে, মা দুর্গা এঁদের প্রিয় রাজা ঘোরাসুর বা মহিষাসুরকে অন্যায় ভাবে বধ করেছেন বলে এঁদের বিশ্বাস। অবশ্য ওদের কথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংখ্যাগুরু সমাজ অর্থাৎ আমরা শুনতেই চাই না। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যা হয়- সমাজের ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য দেখিয়ে পরাজিত, দুর্বল গোষ্ঠীর কথা শুনতেই চায় না, বাধ্য করে পরাজিত গোষ্ঠীর ওপর নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার।তবে মহাদেও বা শিব ঠাকুর কিন্তু এঁদের প্রিয় দেবতা। আদতে শিব ঠাকুর তো এঁদেরই পূজ্য দেব ছিলেন। অনেক পরে চালাক চতুর আর্যরা শিবকে বৈদিক দেবতায় উন্নীত করে। তাই চুটনাথ বাবার থানেও শিবলিঙ্গের মতন দেখতে একটি পাথর এবং একটি বৃহৎ ত্রিশূল ছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ত্রিশূল গাঁথা আছে । পুরো পুজোর জায়গাটা লাল কাপড়ে ঘেরা। এছাড়াও যে কোন হিন্দু মন্দিরের মতন অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে। শিবলিঙ্গের মতন দেখতে পাথরটির উপর চাল দিয়ে তৈরি দেশি মদ বা হাঁড়িয়া, ঢালা- ই এই পুজোর প্রধান উপাচার। পুজোর জন্য এই মদ আদিবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে, শিশিতে ভরে রাখেন।রাস্তার ধারের দোকানে এই শিশি বিক্রিও হচেছ।বলিও হয় বলে শুনলাম। এই বলি-ও নাকি অন্যরকম, কোন রকম হাঁড়িকাঠ নেই।একজনই একহাতে পুজোর পশু ধরে, অন্যহাতে কাস্তের মতন ছুরি চালায়। খড়্গ ব্যবহার করা হয়না। তবে আমরা যাবার আগেই তিনটি বলি সম্পন্ন হয়েছে, তাই সৌভাগ্য যে বলির দৃশ্য দেখতে হল না।সুজাতা অবশ্য বাবার মাথায় ঘটি করে জলই ঢালল। কিন্তু ছেলেদের জন্য হাঁড়িয়ার শিশি থেকে হাঁড়িয়া ঢালাই লোকাচার বা নিয়ম। তাই আমাকেও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথায় হাঁড়িয়া ঢালতে হোল। এ যেন এসেছি শিব ঠাকুরের আপন দেশে অর্থাৎ এই শিবলিঙ্গের মতন শিলা খন্ডটি এঁদের কাছে কেবলমাত্র ঠাকুরই নন, একদম নিজের ঘরের আপন লোক।মদ ঢালা ভেজা বেলপাতা এবং বাতাসা ভক্তিভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু পুরোহিতের আদেশে এই প্রসাদ প্লাস্টিক ব্যাগ বা কোন থলিতে নেওয়া যাবেনা। পাঞ্জাবি বা শাড়ির খুঁটে বেঁধে আনতে হবে। আমার পরনে যদিও পাঞ্জাবি ছিল কিন্তু দেশি গামছা শাড়ির আঁচলেই বাঁধা হোল, আদিবাসী লৌকিক দেবতার প্রসাদ।মা দুর্গাকে সহ্য না করতে পারলেও, মা কালী কিন্তু অনেক আদিবাসীদের কাছে পরম প্রিয় পূজ্য দেবী। তাই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

cinema TV

## অবশেষে ঐশ্বরিয়ার কাছে ক্ষমা চাইলেন রাজ্জাক

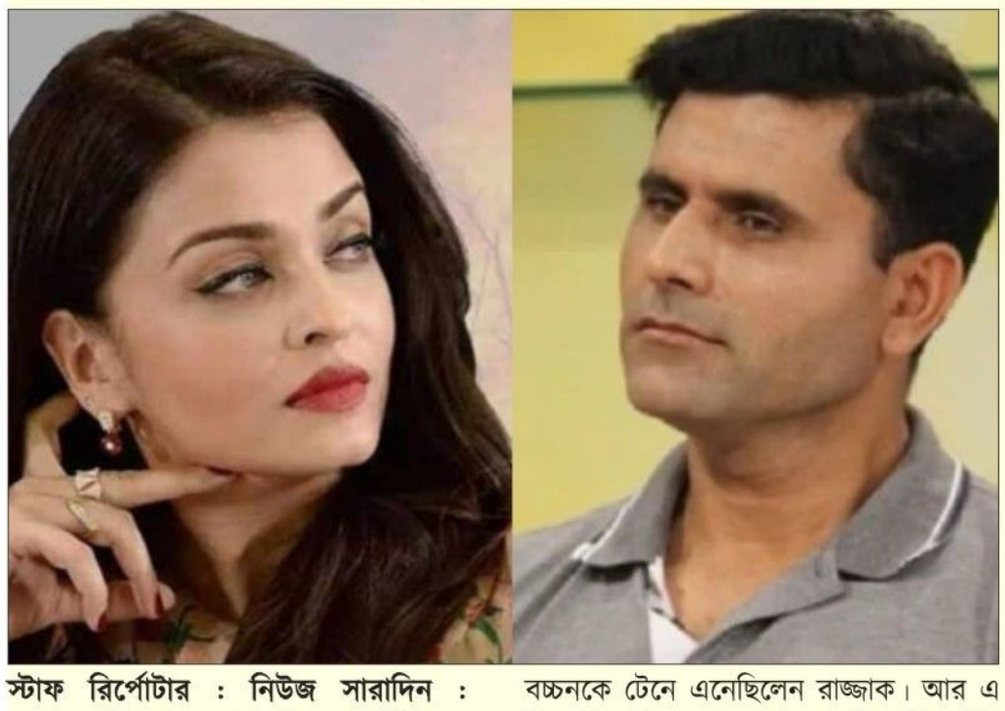

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বছরজুড়েই আলোচনায় থাকেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। অন্যদিকে সাবেক পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ক্রিকেটার আবদুল রাজ্জাক বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ব্যর্থতা নিয়ে বেশ সরব। বেশ কিছুদিন ধরে বাবর আজমসহ দলের প্রত্যেকেরই সমালোচনা করছেন তিনি। এই দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও, এবার একটি মন্তব্যকে ঘিরে খবরের শিরোনামে রয়েছেন তারা।

১৪ নভেম্বর বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ব্যর্থতা নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময়ে পিসিবির সমালোচনায় বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে টেনে এনেছিলেন রাজ্জাক। আর এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেও খুব একটা দেরি হয়নি। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনায় ক্ষমাই চাইতে হলো সাবেক এই ক্রিকেটারকে।

এক ভিডিও বার্তায় রাজ্জাক বলেছেন, আমি আবদুল রাজ্জাক। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আমরা ক্রিকেট কোচিং ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছিলাম। সেখানে ভুল করে আমি ঐশ্বরিয়া রাইয়ের নাম নিয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কাছে ক্ষমা চাই। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্যে ছিল না। আমার অন্য উদাহরণ দেওয়া উচিত ছিল। ভুল করে তার নাম নিয়ে ফেলেছি।

জানা গেছে, সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেটারদের ভালোভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিসিবির আরও উদ্যোগী হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ঐশ্বরিয়ার উদাহরণ টেনেছিলেন রাজ্জাক।

তিনি বলেছিলেন, আমি যদি ভাবি যে, ঐশ্বর্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার পর সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হবে, সেটা কি কখনও সম্ভব! আগে নিজের মানসিকতা ঠিক করতে হবে। বুঝতে হবে যে আমি কী চাই। না হলে ভালো ক্রিকেটারও তৈরি হবে না আর পাকিস্তানও জিততে পারবে না।

সাবেক এই ক্রিকেটার যখন এমন মন্তব্য করছিলেন, তখন তার পাশে ছিলেন শহীদ আফ্রিদি ও উমর গুল। কিন্তু তারা রাজ্জাককে থামানোর চেষ্টাও করে উল্টো দুজনেই হেসে দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে হাততালি দিয়েছেন।

যদিও পরে সেই ঘটনা নিয়ে আফ্রিদিও দাবি করেন, তিনি তখন রাজ্জাকের কথা বুঝতে পারেননি। আফ্রিদি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাসায় ফেরার পর আমি ভিডিও ক্লিপ দেখেছি। বুঝতে পেরেছি রাজ্জাক ভুল বলেছে। যেহেতু সে ভুল বলেছে, আমি তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বার্তা পাঠাব।

শুধু তারা দুজনই নন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে গুল লেখেন, আবদুল রাজ্জাকের কথাকে সমর্থন করে আমি করতালি দিইনি। এটা নৈতিকভাবে ঠিক নয়। সবার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যিনি আলোচনার কোনো অংশই নন, তার নাম নেওয়া ভুল।

## আহত সাংবাদিকের জন্য গাড়ি পাঠিয়ে প্রশংসিত রানী

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** শোবিজ অঙ্গনে তারকা ও বিনোদন সাংবাদিকদের সম্পর্কটা যে খুব বেশি মধুর হয় না, তা কমবেশি সবারই জানা। পাপারাজ্জিদের কারণে প্রায়ই যেমন বিরক্ত হন তারকারা, তেমনি তারকাদের গোমরের অনেক তথ্য প্রকাশ্যে এনে চিন্তায় ফেলে দেন তারা। প্রায়ই খবরের শিরোনামে দেখা যায়, পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষুব্ধ অমুক তারকা। কেউ কেউ আবার তাদের ক্যামেরা দেখলেই আড়ালে থাকেন।

তবে রানী মুখার্জি এমন একজন, যিনি সবসময় হাসিমুখেই সামলেছেন পাপারাজ্জিদের। বিনোদন সাংবাদিক মহলে তার কদরও যথেষ্ট। তেমনই আরেক নজির গড়লেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি বলিউডের দীপাবলি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন রানী মুখার্জি।

সেখানেই এক পাপারাজ্জি অভিনেত্রীর ছবি তুলতে গিয়ে ব্যথা পান। সেই ঘটনা নজরে আসতেই দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। আহত ব্যক্তির জন্য নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দেন তিনি। আর রানী মুখার্জির এমন মানবিক আচরণে মুগ্ধ হয়েই গোটা বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন সেই সাংবাদিক।

তিনি জানান, গাড়িতে বসা রানীর কিছু ছবি তুলতে গিয়ে এক সহকর্মীর ধাক্কায় আহত হন তিনি। তখন রানী চালককে গাড়ি থামাতে বলেন। সেই ফটো সাংবাদিকের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। একটি গাড়িতে করে তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য পাঠান।

বছরখানেক আগে ওই ফটো সাংবাদিককে একইভাবে সাহায্য করেন শাহরুখ খানও। সে কথাও জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রানীকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' চলচ্চিত্রে। সিনেমাটি বক্স অফিসে তেমন সফল না হলেও দর্শকদের কাছে বেশ সাড়া পেয়েছে। এতে তার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জিম সর্ব, নীনা গুপ্তা প্রমুখ। সামনে 'মার্দানি ৩' নিয়ে আসছেন রানী।

## দীপাবলিতে মাধুরীর চুলে আগুন

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। অভিনেত্রীর রূপে এখনও বুঁদ অগণিত দর্শক। ৫৬ বছর বয়সে এসেও সৌন্দর্য কমেনি তার। অভিনেত্রীর ত্বকের উজ্জ্বলতা আর চুলের সৌন্দর্য এখনও যেন সে কথাই বলে। তার হাসির ছটায় ঘায়েল আট থেকে আশি। তবে মাধুরীর সেই চুলেই নাকি আগুন ধরে গিয়েছিল। পুড়ে যায় চুলের বড় একটা অংশ। কীভাবে রক্ষা পেলেন মাধুরী?

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে মাধুরী জানান, ছোটবেলা থেকেই মাধুরীর লম্বা ও কোমর পর্যন্ত চুল ছিল। কিন্তু একবারদীপাবলিতে তার চুলে আগুন ধরে একটা অংশ পুড়ে যায়। এতে ন্যাড়া হতে হয়েছিল তাকে।

সূত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একবার দীপাবলির অনুষ্ঠানে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন মাধুরী। সেখানে সবার সঙ্গে বাজি পোড়াচ্ছিলেন। ঠিক তখনই একটা বাজি থেকে মাধুরীর পুরো চুলে আগুন ধরে যায়। বন্ধুদের তৎপরতায় সেই আগুন নিভেও যায়, কিন্তু নায়িকার চুল পুড়ে ছারখার।

আর এই ঘটনায় চুল পুড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছিল মাধুরীকে। এরপর মা-বাবার কথা মতো ন্যাড়া হয়ে যান তিনি। তারপর বেশ কয়েক মাস লাগে নতুন চুল গজাতে। অভিনেত্রী বলেন, বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম ওই দিন। আমার চুল পুড়েছিল, কিন্তু মুখে কিছু হয়নি।

তারপর থেকেই নাকি বাজি থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন মাধুরী। এমনকি আগুনের প্রতিও ভয় রয়েছে তার। তবে দীপাবলি এলেই সেই কথা মনে করে আজও বুক কেঁপে মাধুরীর।

## সাইফকে কেন বিয়ে করেছেন, গোপন ফাঁস করলেন কারিনা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বলিউডের অন্যতম সেরা দম্পতি সাইফ আলি খান ও কারিনা কাপুর। ২০১২ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তারা। তবে তার আগে পাঁচ বছর লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন এই দুই তারকা। কারিনার কথায় সেই সম্পর্কে বেশ ভালোই ছিলেন তারা। তবে বিয়ের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তা নিয়ে গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন বেবো।

এক সাক্ষাতকারে কারিনা জানিয়েছেন, সাইফ ও তার বিয়ে করার কারণ ছিল সন্তান। তারা দু'জনে সন্তান নিতে চেয়েছিলেন। মূলত সেই কারণেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কারিনার কথায়, সাইফ আর আমি পাঁচ বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কারণ আমরা সন্তান চেয়েছিলাম।

২০১৬ সালে সাইফ এবং কারিনার প্রথম সন্তান তৈমুরের জন্ম হয়। সাক্ষাতকারে বেবো আরো জানান- তিনি এবং তার স্বামী সাইফ কীভাবে তাদের সন্তানদের বড় করে তুলছেন। কারিনা বলেন, তিনি তার সন্তানদের যথেষ্ট সম্মান করেন। তাদের কথারও সমান গুরুত্ব দেন। তৈমুর এবং জাহাঙ্গীরের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেন না বেবো।

জার্মানির শীর্ষ লিগে

# প্রথম নারী কোচ

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** জার্মানির শীর্ষ লিগ বুন্দেসলিগায় প্রথমবার নারী কোচ নিয়োগ পেয়েছেন। মেরি লুইস ইতা জার্মান ক্লাব ইউনিয়ন বার্লিনের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে জার্মানির শীর্ষ লিগে কোন নারীকে ওই ভূমিকায় দেখা যায়নি। ইউনিয়ন বার্লিন গত মৌসুমে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। সেরা চারে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিশ্চিত করে তারা। কিন্তু চলতি মৌসুমে এতোটাই খারাপ শুরু করেছে যে, এখন পর্যন্ত লিগ টেবিলে সবার নিচে আছে দলটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বেও বাজে খেলছে। যে কারণে ইউনিয়ন বার্লিন কোচ ফিশ্চারকে বরখাস্ত করেছে। তার জায়গায় অন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব পাচ্ছেন মার্কো গোৎসে। তিনি ইউনিয়ন বার্লিনের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ। ওই বয়সভিত্তিক দলে সহকারী কোচ হিসেবে আছেন ইতা। যে কারণে তিনিও মূল দলের সহকারী কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন। লুইস ইতা জার্মান জাতীয় নারী ফুটবলার দলের খেলোয়াড় ছিলেন। ২০১৮ সালে অবসর নেন তিনি। ২০১০ সালে ট্রেবল জেতেন এই নারী ফুটবলার। ফুটবল ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টেনে ওয়েদার ব্রেমেনের বয়সভিত্তিক দলে কোচিং শুরু করেন।

# এক ইনিংসে শচীনের চার রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২৩ বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ১১৭ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেছেন বিরাট কোহলি। তার ১১৩ বলে নয়টি চার ও দুই ছক্কায় সাজানো ইনিংসে বড় রানের পথে উঠে গেছে ভারত। সঙ্গে কোহলি ভেঙেছেন বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের চারটি রেকর্ড। বিরাট কোহলি ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫০তম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ওয়ানডে ইতিহাসের প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির ফিফটি করেছেন কিং কোহলি। শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। কোহলি ভেঙেছেন শচীনের আরও একটি বড় রেকর্ড। ২০০৩ বিশ্বকাপে শচীন ৬৭৩ রান করেছিলেন। বিশ্বকাপের এক আসরে যা ছিল সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ২০ বছর পর কোহলি ওই রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ ৭১১ রান করে ফেলেছেন। তার দল ফাইনালে গেলে রান আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে কোহলির সামনে।

শচীন টেন্ডুলকার ২০০৩ বিশ্বকাপে সাতটি পঞ্চাশ ছাড়ানো ইনিংস খেলার কীর্তি গড়েছিলেন। ২০১৯ সালে ওই রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। তিনি ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আসরে সাতটি ফিফটি প্লাস ইনিংস খেলেছিলেন। কোহলি এবার ১০ ইনিংসের মধ্যে আটটি ফিফটি প্লাস ইনিংস খেলে ওই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচে সেঞ্চুরি দিয়ে কোহলি টানা পাঁচ ইনিংসে ফিফটি প্লাস রান করার কীর্তি গড়েছেন। ভেঙেছেন শচীন টেন্ডুলকারের ২০০৩ বিশ্বকাপ ও ১৯৯৬ বিশ্বকাপের রেকর্ড। ওই দুই আসরে শচীন টানা চারটি করে ফিফটি প্লাস ইনিংস খেলেছিলেন। এছাড়া নভোজিৎ সিধু ১৯৮৭ বিশ্বকাপে টানা চারটি ফিফটি প্লাস রান করেছিলেন। চলতি আসরে শ্রেয়াস আয়ার টানা চারটি ফিফটি প্লাস রান করার কীর্তি গড়েছেন।

বিশ্বকাপে ব্যর্থ পাকিস্তান;

# ঢেলে সাজানো হচ্ছে পুরো বোর্ড

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চলমান বিশ্বকাপে বাবর আজমদের শুরুটা যদি বেশ দারুণই ছিল। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রেকর্ড রানচেজের জয়। কিন্তু এরপরেও সেমির মঞ্চে নেই পাকিস্তান। টানা চার হারে বিধ্বস্ত হয়েছে তারা। বড় দল তো বটেই, খর্বশক্তির আফগানিস্তানের কাছেও হার মানতে হয়েছিল তাদের। এরপর বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় যথেষ্ট হয়নি তাদের জন্য। তখন থেকেই গুঞ্জন ছিল, বড় পরিবর্তন আসছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। গতকাল সেই পরিবর্তনের পুরো রূপটাই দেখেছে ক্রিকেট দুনিয়া। সবার আগে পরিবর্তন আসে অধিনায়কের জায়গায়। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি -তিন সংস্করণ থেকেই পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ২৯ বছর বয়েসী বাবর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এই ঘোষণা দেন।

পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার আগে পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের সঙ্গে দেখা করেন বাবর। নেতৃত্ব ছাড়লেও তিন সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। ২০২০ সালের পর তাই নতুন অধিনায়কের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে পাকিস্তান। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের টি-টোয়েন্টিতে নতুন অধিনায়ক হয়েছেন পেসার শাহিন আফ্রিদি। আর সাদা পোশাকের টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়ক শান মাসুদ। পাকিস্তানের ক্রিকেটে এরপরের পরিবর্তন এসেছে পরিচালক এবং নির্বাচকের পদে। বিশ্বকাপের মাঝপথে প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবদন্তি ব্যাটার ইনজামাম-উল-হক। সাবেক পেসার এবং পাঞ্জাবের বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী ওয়াহাব রিয়াজ পেয়েছেন প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব। সবশেষ দেশটির ক্রিকেট পরিচালকের পদেও পরিবর্তন আসে গতকাল। সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজকে দেওয়া হয়েছে পরিচালকের দায়িত্ব। সাবেক পরিচালক মিকি আর্থারের পদে আসবেন তিনি। তবে এখনই আর্থারকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন অন্য কোন দায়িত্বে দেখা যাবে তাকে।

কোহলিকে নিয়ে

# আবেগঘন বার্তা শচীনের

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** চলমান আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও ডানহাতি এই ব্যাটার। এবার ব্যাট হাতে স্বদেশী শচিন টেন্ডুলকারের টপকে ওয়ানডেতে সর্বাধিক সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন এই ব্যাটিং জিনিয়াস।

১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের প্রথম সেমিফাইনালে ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫০তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন কোহলি। এই কীর্তি গড়ার সময় গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে থাকা শচীনের দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করেছিলেন কোহলি।

বিশ্বকাপের মঞ্চে শচীনের গড়া রেকর্ড ভাঙার জন্য হয়ত এর চেয়ে ভালো কোনো মঞ্চ ছিল না কোহলির সামনে। বিশ্বকাপের মত বড় মঞ্চে, সেমিফাইনালের বড় ম্যাচে, কোহলি খেললেন জমকালো এক ইনিংস। সেটাও কিনা শচীনের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

সেঞ্চুরির হাফসেঞ্চুরি করা ইনিংস নিয়ে গিয়েছেন ১১৭ পর্যন্ত। আউট হয়ে যখন মাঠ ছাড়ছেন, তখন পুরো স্টেডিয়াম স্লোগান ধরেছে তার নামে। আর সেই স্রোতে হয়ত ছিলেন শচীন নিজেও। বিরাট কোহলি আউট হওয়ার পরেই তাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন শচীন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের পোস্টে শচীন লিখেছেন, ওতোমাকে যখন আমি প্রথম ভারতের ড্রেসিংরুমে দেখেছিলাম, সেদিন অন্যান্য সতীর্থরা মজা করে তোমাকে আমার পা ছুঁতে বাধ্য করেছিল। আমি সেদিন হাসি থামাতে পারিনি। কিন্তু খুব দ্রুতই তুমি তোমার একাগ্রতা আর দক্ষতা দিয়ে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছো। আমি খুবই খুশি যে সেদিনের তরুণ ছেলেটা আজ 'বিরাট' খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে।'

এরপরেই শচীন লিখেছেন, 'একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, এরচেয়ে অন্য কিছুতে আমি খুশি হতে পারতাম না। এবং সেটাও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের সবচেয়ে বড় মঞ্চে। আর আমার ঘরের মাঠে (এমন কিছু) তাতে পূর্ণতা দিয়েছে।

এদিন ওয়ানডেতে শচীনের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও ভেঙেছেন কোহলি। শচীনের ২০০৩ সালে করা ৬৭৩ রানের রেকর্ড ভেঙে এই মুহূর্তে কোহলি অবস্থান করছেন ৭১১ রানে।

বিশ্বকাপ বাছাই:

# সুয়ারেজকে নিয়ে উরুগুয়ের দল ঘোষণা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** জাতীয় দলের জার্সিতে আবারও ডাক পেলেন লুইস সুয়ারেজ। ২০২৬ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে জায়গা করে নিয়েছেন উরুগুয়ের এই তারকা স্ট্রাইকার।

সোমবার (১৩ নভেম্বর) আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। দলে জায়গা হয়নি আরেক অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার এডিনসন কাভানির। তবে পারফরম্যান্সের জন্য নয়, চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন এই তারকা।

বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকায় ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে উরুগুয়ে। সমান পয়েন্টে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তিন ও চারে আছে যথাক্রমে ব্রাজিল ও ভেনেজুয়েলা। সবগুলো ম্যাচ জিতে যথারীতি প্রথম স্থামটি দখল করে রেখেছে আর্জেন্টিনা।

বাংলাদেশ সময় আগামী শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) ভোর ৬টায় আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামবে উরুগুয়ে। এরপর আগামী ২১ নভেম্বর (মঙ্গলবার) তাদের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে

# ব্রাজিল শিবিরে ধাক্কা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত তিন ম্যাচে জয়হীন ব্রাজিল। এর মধ্যে হেরেছে উরুগুয়ে ও কলম্বিয়ার কাছে। চোট, অফফর্মে সেলেসাও আক্রমণভাগ থেকে সেভাবে নৈপুণ্য দেখাতে পারছেন না কেউ।

চোটের কারণে আগেই ছিটকে গেছেন নেইমার, কাসেমিরো, গোলরক্ষক এদেরসন, ডিফেন্ডার দানিলো ও এদার মিলিতাও। এরই মধ্যে দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। উরুর চোটে আগামী ২২ নভেম্বর আর্জেন্টিনা ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন এই ফরোয়ার্ড। এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

গতকাল কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ২৭ মিনিটে পায়ে আঘাত পান রিয়াল মাদ্রিদে খেলা এই ফুটবলার। সেসময় তাৎক্ষণিক কিছু জানা না গেলেও ভিনিসিয়ুস বলেছিলেন, 'আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করে চোটের অবস্থা জানা যাবে। এই একই আঘাত এর আগেও পেয়েছিলাম। আমি উরুতে ব্যথা অনুভব করছি।' পরবর্তীতে জানা যায়, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতেই পারবেন না তিনি। ইতিমধ্যে স্কোয়াড থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাবর আজম

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পাকিস্তানের তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন বাবর। বুধবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি তিনি নিজেই নিশ্চিত করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্যাটের অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি জানান ডানহাতি এই ব্যাটার। বাবর লেখেন, 'আজ থেকে আমি পাকিস্তানের সব ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমার জন্য এটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল, তবে আমি মনে করি এই সিদ্ধান্তের জন্য এখনই সঠিক সময়।'

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ব্যর্থতার মাঝেই তাদের প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক পদত্যাগ করেন। এরপর বিশ্বকাপ শেষে তাদের বোলিং কোচ দায়িত্ব ছেড়ে দেন। সব মিলিয়ে পিসিবিতে অস্থিরতা চলছিল। এসবের মাঝেই জোর দাবি উঠে বাবর আজমকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বাবর তার বিবৃতিতে আরও বলেন, আমি খেলোয়াড় হিসেবে পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাবো। আমি আমার দল এবং নতুন অধিনায়ককে আমার অভিজ্ঞতা ও নিবেদন দিয়ে সমর্থন করে যাবো।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR